



215135 - রবউল আউয়াল মাস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সংক্রান্ত হাদিসটির কোন ভিত্তি নাই

প্রশ্ন

রবউল আউয়াল মাস আগমন করলে কিছু কিছু মানুষ একটি হাদিস আদান-প্রদান করে; সটে হচ্ছে- “যে ব্যক্তি এ মহান মাস উপলক্ষে মানুষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে”। এ হাদিসটি কি সহিহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা উল্লেখিত হাদিসটির কোন ভিত্তি জানি না। হাদিসটি বানোয়াট হওয়ার আলামতগুলো এতে সুস্পষ্ট। সুতরাং এ উক্তটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলা জায়গে হবে না। কেননা তা হবে তাঁর নামে মথিয়া বলা। তাঁর নামে মথিয়া বলা হারাম, কবরী গুনাহ (মহাপাপ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন উক্তি বর্ণনা করে, তার ধারণা হয় যে, উক্তটি মথিয়া; তাহলে সে মথিয়াবাদীদের একজন” [সহিহ মুসলিম এর মুকাদ্দমি (১/৭)] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: এ হাদিসে মথিয়া ও মথিয়া বলার ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, তার বর্ণিত কথা মথিয়া এরপরও সে উক্ত কথাটি বর্ণনা করে সে মথিয়াবাদী। সে মথিয়াবাদী হবে না কেন সে তো এমন একটি সংবাদ দিচ্ছে বাস্তবে যা ঘটেনি? [শরহে মুসলিম থেকে সমাপ্ত (১/৬৫)]

নছিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের কারণে বান্দার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় মরম্বে এ উক্তিতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন; এ ধরণের অতিরঞ্জনকে কারণে কোন হাদিস বা বাণীকে রাসূলুর নামে বানোয়াট কথা হিসেবে সাব্যস্ত করার পক্ষে দলিল দেয়া হয়। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন: “মাওজু বা জাল হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ভাষাগত দুর্বলতা ও শীতল অতিরঞ্জন; যে কারণগুলো উক্ত বাণীগুলোকে বানোয়াট ঘোষণা করে।” [‘আল-মানার আল-মুনফি’ পৃষ্ঠা-৫০ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।